গবাদিপশুর সুষম খাবার তৈরীর উপকরণ ও খাওয়ার নিয়মাবলী

গবাদিপশুর সুষম খাদ্য তৈরীর উপকরণসমূহ হল খড়, সবুজ ঘাস, দানাদার খাদ্য ও পানি।

সুষম খাদ্য তৈরীর নিয়মাবলী নিচে দেয়া হল

খড়: দৈনিক ২-৩ কেজি খড় খাওয়ানো প্রয়োজন। খড়কে ছোট করে কেটে বড় চাড়ির মধ্যে পানিতে ভিজিয়ে ৩০০-৪০০ গ্রাম ঝোলাগুড় মিশিয়ে খাওয়ালে খড়ের পুষ্টিমান বাড়ে।

কাঁচা ঘাস: একটি দেশী গরুর জন্য ১০-১২ কেজি এবং সংকর জাতের গরুর জন্য ১২-১৫ কেজি সবুজ ঘাস সরবরাহ করা প্রয়োজন। দুগ্ধবতী গাভী থেকে বেশি দুধ পাওয়ার জন্য কাঁচা ঘাসের বিকল্প নেই।

দানাদার খাদ্য: খড়, কাঁচাঘাস সরবরাহের পাশাপাশি দৈনিক পুষ্টিকর দানাজাতীয় খাদ্য গরুকে সরবরাহ করতে হবে। গবাদিপশুর দানাদার খাদ্য তৈরীর জন্য নিয়মাবলী নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	দানাদার খাদ্য উপাদান	শতাংশ	১০ কেজি ফর্মূলা (কেজি: গ্রাম)
১	গমের ভূষি	৫০%	৫.০০০
২	চাউলের কুঁড়া	২০%	২.০০০
৩	খেসারি ভাংগা	১৮%	১.৮০০
৪	তিল বা বাদামের খৈল	১০%	১.০০০
৫	খনিজ লবণ	১%	০.১০০
৬	লবণ	১%	০.১০০
মোট			১০.০০

গবাদিপশুকে দৈনিক প্রদেয় দানাদার খাদ্যের পরিমাণ

বাছুর: বয়স অনুসারে ০.৫০-১.০ কেজি।

দুগ্ধবতী গাভী : দেশী গাভী প্রত্যহ ১.৫-২.০ কেজি। সংকর জাতের উন্নত গাভী প্রত্যহ ৩.০-৪.০ কেজি। এছাড়া গাভী ৩ লিটারের বেশী দুধ প্রদান করলে প্রতি ২.৫ কেজি অতিরিক্ত দুধ উৎপাদনের জন্য ১.০ কেজি অতিরিক্ত দানাদার খাদ্য দিতে হবে।

দুগ্ধহীন গাভী : প্রত্যহ ১.৫-২.০ কেজি।

বলদ বা ষাঁড় : প্রাপ্তবয়স্ক কর্মক্ষম বলদকে দৈনিক ৩-৪ কেজি দানাদার খাদ্য দিতে হবে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

- গাভীকে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে। একটি মধ্যম আকারের গাভী প্রতিদিন প্রায় ৪০-৪৫ লিটার পানি পান করে। প্রতিদিন কমপক্ষে ৩ বার পানি সরবরাহ করতে হবে।
- দানাদার খাদ্য প্রতিদিন ২ বার সরবরাহ করতে হবে। সকালে দুধ দোহনের আগে এবং বিকালে দুধ দোহনের আগে।
- সবুজ ঘাস প্রতিদিন ৩ বার সরবরাহ করতে হবে। গাভীকে মোট সবুজ ঘাসের তিন ভাগের এক ভাগ খড় সরবরাহ করা যেতে পারে।
- দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ ভিজিয়ে বা শুকনো সরবরাহ করা যেতে পারে। তবে শুকনো সরবরাহ করলে সাথে সাথে পানি খাওয়াতে হবে।
- প্রতিদিন পানির পাত্র ও খাবার পাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে।
- গোয়াল ঘরের আশপাশ এবং নর্দমা প্রতিদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে।
- গরমের সময় প্রতিদিন গাভীকে গোসল করাতে হবে এবং শীতে কুসুম গরম পানি দিয়ে প্রতিদিন গাভীকে গোসল করাতে হবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

বিএফডিসি ভবন, ২৩-২৪ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, ফোন : +৮৮-০২-৫৫০১২৪০৬
ই-মেইল: flidmofl@gmail.com, **ওয়েবসাইট:** www.flid.gov.bd
নিউজ পোর্টাল : https://motshoprani.org/, **ফেইসবুক:** https://www.facebook.com/flid20
অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ: মৎস্য ও প্রাণী তথ্য ভাণ্ডার
ইউটিউব: https://www.youtube.com/@flidbangladesh69

প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রযুক্তি-ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র-ইউএমএস (Urea Molasses Straw-UMS) গরুর নিয়মিত খাদ্য বিশেষ করে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে গরুকে নিয়মিত খাওয়ানো যায়।

ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র তৈরীর ফর্মূলা (১০ কেজি)	
উপাদান	পরিমান
ধানের খড়/বন	১০ কেজি
চিটাগুড়/রাব	২-২.৫ কেজি
ইউরিয়া	৩০০ গ্রাম
পানি	৭-৮ লিটার
উল্লেখিত অনুপাতে প্রয়োজন মত ২০ কেজি, ৩০ কেজি বা আরো বেশী তৈরী করা যাবে।	

ইউএমএস তৈরীর নিয়ম

- প্রথমে খড়, ইউরিয়া, মোলাসেস ও পানি সঠিক পরিমানে মেপে নিতে হবে।
- মেপে নেওয়া খড়গুলিকে ৫-৬ ইঞ্চি করে কেটে নিতে হবে।
- পানির সাথে প্রথমে ইউরিয়া, পরে মোলাসেস মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরী করতে হবে।
- এখন পাকা মেঝে বা পলিথিনের উপর প্রথমে কিছু খড়/বন ছড়িয়ে রাখতে হবে এবং তৈরীকৃত মিশ্রণ সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। এভাবে ভিজা খড়ের উপর আবার কিছু খড় বিছাতে হবে এবং পুনরায় মিশ্রণ ছিটাতে হবে।
- এভাবে সবগুলো খড়ের সাথে সম্পূর্ণ মিশ্রণ সমানভাবে মিশাতে হবে যেন কোথাও কম, কোথাও বেশী না হয়। তৈরীকৃত ইউএমএস পরিমাণ মত (প্রতি ১০০ কেজি শারীরিক ওজনের জন্য ২ কেজি) খাওয়াতে হবে এবং তৈরীর সাথে সাথেই গরুকে খাওয়ানো যাবে।

ইউএমএস খাওয়ানোর ফলে গরুর দুধ বৃদ্ধির কারণ

- গরুর রুমেনের (পেটের) প্রয়োজন মোতাবেক আস্তে আস্তে খড়ের সহিত ইউরিয়া হতে নাইট্রোজেন এবং রাব/মোলাসেস হতে শর্করা সরবরাহ পেয়ে থাকে। অপরদিকে মোলাসেস একইভাবে খনিজ পদার্থও গরুকে সরবরাহ করে থাকে।
- উক্ত খাদ্য গরুর রুমেনের (পেটের) পরিবেশ সঠিক রাখে। ফলে খড় জাতীয় খাদ্যের পরিপাচ্যতা বৃদ্ধি পায়।

ইউএমএস খাওয়ানোর সুবিধাসমূহ

- ইউএমএস বাড়ন্ত বাছুর, দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষকে তাদের চাহিদা মত খাওয়ানো যায়।
- গরুকে শুধু ইউএমএস খাওয়ালেও ওজন বৃদ্ধি পায়।
- ইউএমএস তৈরীর পদ্ধতি সহজ। বাজারের অন্যান্য পশু খাবারের তুলনায় দাম অর্ধেকেরও কম।
- খামারী পর্যায়ে দেখা গেছে যে, খড়ের সাথে ১ টাকার মোলাসেস খাইয়ে প্রায় ৫-৭ টাকা মূল্যে গরুর মাংস উৎপাদন করা সম্ভব।
- যেহেতু ইউরিয়া ও মোলাসেস খড়ের সাথে ধীরে ধীরে খাচ্ছে, তাই বিষক্রিয়া হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।
- সকল বয়সের গরু যথেষ্ট পরিমাণে এই খাদ্য গ্রহণ করতে পারে।
- খামারী প্রতিদিন চাহিদা অনুযায়ী ইউএমএস তৈরী করে গরুকে খাওয়াতে পারেন।

সাবধানতা/সতর্কতা

- ইউএমএস তৈরী করার সময় ইউরিয়া, মোলাসেস, খড় ও পানির অনুপাত ঠিক রাখতে হবে। ইউরিয়া পরিমাণ কোন ক্রমেই বেশী বা অনুমান নেয়া যাবে না। ইউএমএস-এর গঠন পরিবর্তন করলে কাঙ্খিত ফল পাওয়া যাবে না।
- একবার প্রস্তুত করার পর তা তিন দিনের বেশী রাখা যাবে না।
- ইউএমএস খাওয়ানোর ১ ঘন্টা আগে বা পরে গরুকে পেট ভরে পানি খাওয়ানো যাবে না।

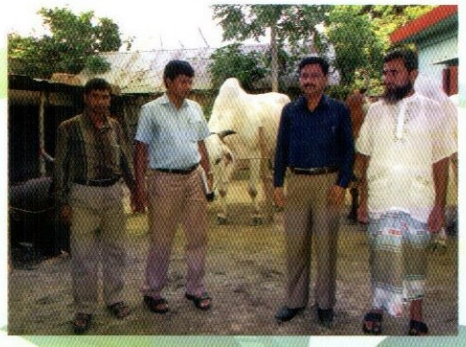

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়